Rajshahi University journal of arts & law   Vol. 51 (2023)   pp. 1-9
ISSN 2309-0898

সেন্ট পল ও ত্রিত্ববাদ
[Saint Paul and Trinity]

এফ এম এ এইচ তাকী*

Abstract

Saint Paul once was a prominent dedicated Jew. He was deadly against of the Christian Church. Accidentally he had changed his religious dogma and had joined himself in the Christian Church. He has been frequently called 'the second founder of Christianity'. He technically added the Trinity doctrine in Christian religion. He declared Jesus Christ is a God; and there are three Gods, – God the Father, God the Son and God the Holy Spirit (or Holy Mother). These three personalities exist in one; Father, Son and Holy Spirit are one in essence, though in three hypostases. Whether all three are independent God or not; is Jesus a man or son of God or himself God; before the birth of son of God, Is Father only one God in the world etc.-questions arise among the Churches. Egyptian, Romanian and Greek Christian Pops had tried to solve the questions arranging many Councils meeting. But all are in vain to solve the questions. From East to West, all the Orthodox, Catholic and Protestant Churches have been continuing to make an acceptable explanation of Trinity. The charges in favor of it and disfavor of it are discussed in this article.

মূল শব্দ: পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মা, ত্রিত্ববাদ, সেন্ট পল।

ভূমিকা

সেন্ট পল (খ্রি. পূ. ০২-৬৬/৬৫ খ্রিষ্টাব্দ) একজন খ্রিস্টধর্ম বিদ্বেষী ইহুদী ছিলেন। তিনি দৈবক্রমে খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করেন এবং কৌশলে যীশু খ্রিস্টের মধ্যে ঈশ্বরত্ব আরোপ করে ত্রিত্ববাদ প্রচার করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী যীশু তিন ঈশ্বরের সমষ্টি। God the Father, God the son and God the Holy spirit (or Holy Mather) এই তিন ব্যক্তিত্ব মিলে ঈশ্বর। তিনে মিলে এক ঈশ্বর হলে প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর কি না, অথবা যীশু মানুষ, না ঈশ্বর পুত্র, না স্বয়ং ঈশ্বর; আবার তাঁর মধ্যে মানবত্ব ও ঈশ্বরত্ব মিশ্রিত ছিল, না যুক্ত ছিল; তিনি পুত্র হলে পূর্বে পিতা একাই ঈশ্বর ছিলেন কি না, এসব দার্শনিক প্রশ্ন মিশরীয়, রোমান ও গ্রীক খ্রিস্টান পাদ্রীদের মধ্যে বির্তক সৃষ্টি করেছিল। এ সব বিতর্কের সমাধানের জন্য প্রথম ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে নেকিয়া কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র নিবন্ধে ছয়টি কাউন্সিল সভার বিতর্ক সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত অর্থডক্স, ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টসহ সকল গির্জায় ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও ত্রিত্ববাদের সঙ্গে তার সমন্বয় সাধন প্রচেষ্টা যুগ যুগ ধরে অব্যাহত রয়েছে; এ বিষয়ে সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য একটি ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

সেন্ট পল

সাধু পলের পূর্ব নাম শৌল হলেও বিশ্বে তিনি সেন্ট পল নামেই বেশি পরিচিত। তিনি (বর্তমান তূর্কীর) কিলিকিয়ার (Cilicia) তার্য (Tarsus) শহরে 'ফ্রি' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই পড়ালেখা করে বেড়ে ওঠেন। তিনি বেঁটে আকৃতির অত্যন্ত তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।[১] হিব্রু ভাষায় গভীর পারদর্শিতার কারণে প্রাসঙ্গিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া তাঁর জন্য সহজ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তিনি

---

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, বাংলাদেশ,
E-mail: fmah.taqui57@gmail.com

গমলিয়েল (Gamaliel) নামক বিশিষ্ট শিক্ষকের নিকট ইহুদী (হিব্রু) ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করেন।[২] প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন খাঁটি ইহুদী (হিব্রু) ধর্ম বিশ্বাসী ও কঠোরভাবে ধর্ম প্রতিপালনকারী ছিলেন। যীশুর অনুসারীদের নির্মমভাবে অত্যাচার ও কষ্ট দিয়ে হত্যা করতেন। ইহুদী ধর্মযাজকদের নির্দেশে যীশুর সমর্থকদের বন্দি করতে তিনি দামেস্ক থেকে জেরুজালেম শহর যাচ্ছিলেন। দ্বিপ্রহরে দামিস্কের কাছাকাছি এসে হঠাৎ চারদিকে উজ্জ্বল স্বর্গীয় আলো লক্ষ্য করলেন, আর তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। কেউ যেন তাকে বলছেন "শৌল শৌল, কেন তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ ?" তিনি জবাবে বললেন "প্রভু আপনি কে ?" তিনি বললেন, "আমি নাযারতের যীশু যাকে তুমি কষ্ট দিচ্ছ।"[৩] শৌল বললেন, "প্রভু আমি কি করবো ?" প্রভু আদেশ দিলেন, "তুমি ওঠো, দামিস্কে যাও। তোমার জন্য যা নির্ধারিত আছে সেখানেই তোমাকে বলা হবে।" আলোর ঝলকানিতে তাঁর চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। তাই তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে ধরে নিয়ে গেল দামিস্কে। সেথায় সাধু অননিয় নামে একজন খ্রিস্টভক্তের দু'আর কারণে সাধু পল দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। সাধু অননিয় বললেন, "যীশু তোমাকে নির্বাচন করেছেন। অতএব তুমি তাঁর সাক্ষী যা দেখেছ যা শুনেছ সব মানুষের কাছে বলবে।" তখন শৌল বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে সেন্ট পল নাম ধারণ করলেন। সেন্ট পল যীশুর একজন স্বঘোষিত শিষ্য। যীশুর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হয়নি।[৪] বাইবেলের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, পল যীশুর প্রধান ১২ জন শিষ্যের মধ্যে জুদাসের শূন্য পদটি পূরণের অজুহাত স্বরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, বনূ ইসরাঈলের ১২ জন শিষ্যের জন্য ১২ টি সিংহাসন রয়েছে। নিজেকে ত্রয়োদশ শিষ্য দাবী করে কৌশলে ঐ শূন্য সিংহাসনের অধিকারী হন।[৫]

সেন্ট পল খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রথমে রোমীয়, গ্রীক এবং অন্যান্য অ-ইহুদী ও অ-ইসরাঈলী লোকদের মাঝে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার শুরু করেন।[৬] তিনি অনুভব করেন যে, প্রভাবশালী ও বুদ্ধিজীবী গ্রীক-রোমীয়দের উপর যে দার্শনিক প্রভাব রয়েছে সেই গ্রীক দর্শনের সাথে খ্রিস্ট ধর্মের সমন্বয় সাধন ব্যতীত তাদেরকে ধর্মান্তরিত করা যাবেনা। সেই লক্ষ্যে খ্রিস্টধর্মকে গ্রীক দর্শনের আলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৭] ধর্ম দর্শনে ত্রিতত্ত্ববাদের বিশেষ প্রভাব রয়েছে।

সেন্ট পল ও বার্ণাবাস যৌথভাবে প্রথমে ৪৭ খ্রিস্টাব্দে সাইপ্রাস দ্বীপে গিয়ে সেখানকার উপাসনালয়ে ধর্ম প্রচার করেন। এরপর পামফুলিয়া প্রদেশের পর্গা শহরে, সেখান থেকে পিষিদিয়া প্রদেশের আন্তিখিয়া শহরে, সেখান থেকে কোনিয়া, লুস্ত্রা ও দর্বী শহর পরিভ্রমণ করে অনেক ইহুদী ও অ-ইহুদীকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন।[৮]

দ্বিতীয় দফায় ধর্ম প্রচার কার্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে বার্ণাবাসের পরিবর্তে সীলকে সঙ্গে নিয়ে দর্বী, লুস্ত্রা, ফারুগিয়া, গালাতিয়া, মেসিডোনিয়া; এরপর আমফিপলী ও আপল্লোনিয়া শহর হয়ে থিষলনীকি শহরে; অতঃপর বিররা, এথেন্স ও করিন্থ শহরে মিশনারী কার্যক্রম পরিচালনা করেন।[৯]

তৃতীয় দফায় এশিয়া প্রদেশের ইফিষ শহর, মেসিডোনিয়া প্রদেশ এবং আখরা প্রদেশে মিশনারী কার্যক্রম শেষে জেরুজালেম পৌঁছেন। এখানে ইহুদীদের বিরোধীতার কারণে কারাবন্দী হন এবং পরবর্তীতে আইনগতভাবে তাঁকে রোমে পাঠানো হয়।[১০] সেন্ট পল খ্রিস্টধর্ম প্রচারে ও প্রসারে যে অবদান রেখেছেন তা পৃথিবীতে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি নতুন নিয়মের ১৩টি পুস্তকের রচয়িতা। তিনি রোমে মৃত্যুবরণ করেন।[১১]

ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যা

খ্রিস্টধর্মের ত্রিত্ববাদ প্রধান ও জটিলতম একটি ধর্ম বিশ্বাস। ত্রিত্ববাদ (Trinitarin Doctrine) শব্দটি ত্রিত্ব (Trinity) হতে উদ্ভূত। উল্লেখ্য ইঞ্জিলে কোথাও এ জাতীয় শব্দের অস্তিত্ব নেই। যীশুও ত্রিত্ববাদ প্রচার

করেননি। 'প্রেরিতদের যুগে' সর্বপ্রথম এ শব্দটি সেন্ট পলের প্রভাবে ব্যবহার শুরু হয়।[১২] এ বিশ্বাস অনুযায়ী যীশু তিন ব্যক্তির সমষ্টি। অর্থাৎ God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. ঈশ্বরের (God) তিন ব্যক্তিত্ব।[১৩] অন্যমতে The Holy Sprit হলেন কুমারী মরিয়ম। অর্থাৎ God the Father, God The Son and God The Holy Mother এই তিন ব্যক্তিত্ব মিলে ঈশ্বর (God)।[১৪]

তিনে মিলে এক ঈশ্বর হলে প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর কি না এ বিষয়ে একদল খ্রিস্টানের বিশ্বাস হল, তাঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে ঈশ্বর, আবার সামষ্টিকভাবেও ঈশ্বর।[১৫] অন্য একদলের ধারণা তাঁরা সামষ্টিকভাবে পূর্ণাঙ্গ ঈশ্বর এবং এককভাবে পিতা (God) অপেক্ষা কিছুটা কম। মারকুলিয়া নামক প্রাচীন এক সম্প্রদায়ের ধারণা হল, তাঁরা পৃথক পৃথক ভাবে কোন ঈশ্বর নয় বরং তাঁরা সমষ্টিগতভাবেই ঈশ্বর।[১৬]

এরপরও প্রশ্ন উঠেছে যীশু মানুষ, না ঈশ্বর পুত্র, না স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁর মধ্যে মানবত্ব ও ঈশ্বরত্ব মিশ্রিত ছিল, না যুক্ত ছিল। তাঁর দ্বিবিধ সত্তার কারণে দ্বিবিধ চিন্তা ছিল কি না। তিনি পুত্র হলে পূর্বে পিতা একাই ঈশ্বর ছিলেন কিনা, এসব দার্শনিক প্রশ্ন মিশরীয়, রোমান ও গ্রীক খ্রিস্টান পাদ্রীদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল।

যীশুর ১২ জন প্রেরিতের (হাওয়ারী) মধ্যে সেন্ট পল ব্যতীত অন্যরা যখন বনী ইসরাঈলের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে লিপ্ত ছিলেন, তখন সেন্ট পল অ-ইহুদীদের মধ্যে যীশুর শিক্ষা প্রচার শুরু করেন এবং গ্রীকদের মাঝে তাঁর প্রচার ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।[১৭] মিশরবাসী ও রোমনবাসীরা পৌত্তলিক ছিল। তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার ফলে পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণা খ্রিস্টবাদের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে যার প্রভাবে ত্রিত্ববাদ দ্রুত প্রসার লাভ করে। বিশেষতঃ আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌত্তলিক দার্শনিক মতবাদ ত্রিত্ববাদে রূপান্তরিত হয়।[১৮] হেলেনিক চিন্তাধারায় পৃথিবী তিনটি স্তরের সমন্বিত রূপ। যথা: ১. আসমান, ২. জমিন ও ৩. ভূতল। অনুরূপভাবে যীশুর মধ্যেও তারা তিনটি অবয়বের সমন্বয় করেছেন। যথা-১. জন্ম পূর্ব অস্তিত্ব, ২. মরিয়মের গর্ভে দেহ প্রাপ্তি ও ৩. ক্রুশবিদ্ধ হয়ে উর্ধ্বলোকে আরোহন। যীশুর এ ত্রিমূর্তীর ধারণা সেন্ট পলের ভাষায় কালেমা (Logos/ঈশ্বর) রূপে ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করে।[১৯] মাওলানা আবুল কালাম আযাদের মতে, Serafis[২০] শব্দ থেকে ত্রিত্ববাদের উৎপত্তি মনে করা হয় এবং মিশরীয় ISIS দেবীর আদলে মরিয়ম ও গ্রীক Horas দেবতার আদলে যীশু খ্রিস্ট কল্পনা থেকে সহজেই অনুমেয় যে, গ্রীক ও মিশরীয় পৌত্তলিক দর্শনের সংযোগে খ্রিস্টান ত্রিত্ববাদ গির্জায় স্থান করে নিয়েছে।[২১]

সেন্ট পলের সমকালীন সময়ে ধর্মদর্শনে ত্রিতত্ত্ববাদের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রোমের রাষ্ট্রধর্মে মিথ্রাসবাদে ত্রিতত্ত্বের সমাহার প্রতীয়মান হয়। মিত্রা সূর্যদেবতা হলেও সে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী মহাপরাক্রমশালী দেবতা, সকল সৃষ্টির জনক।[২২] হেলিওস সূর্যের দৃশ্যমান রূপ বা আলোর দেবতা এবং এয়োন সময়ের দেবতা। সূর্য, আলো ও সময় একই চক্রকারে পরিবৃত্ত। সৃষ্টি ও বির্বতনে এই ত্রিদেবতা এক ঈশ্বরেরই বহিপ্রকাশ। অন্যদিকে হিন্দু ধর্মেও ত্রিমূর্তি এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা, শিব সংহারকর্তা, এই মহাত্রিদেবতা (Great try Deities) ভিন্ন ভিন্ন দেবতা নয়; বরং একই পরম সত্তার ভিন্ন ভিন্ন তিনটি স্বভাবের প্রকাশ। সকল দেবতা একই পরম সত্তায় অধিষ্ঠিত।[২৩] অনুরূপভাবে মিশরীয়দের ধর্মে ওসিরিস প্রথম মনুষ্য কল্যাণকামী ঈশ্বররাজ।[২৪] তার ভগ্নি (এবং স্ত্রী) আইসিস তাকে সাহায্য সহযোগিতার দেবী। আর ওসিরিসের পুত্র হোরাস প্রচলিত কিংবদন্তীর (mylhology) নায়ক, অপশক্তিকে হত্যা করে বিজয়ী যোদ্ধা, ন্যায়ের প্রতিভূ দেবতা।[২৫] অসংখ্য দেব-দেবীর মধ্যে এই তিন দেব-দেবী ন্যায়ের রাষ্ট্র পরিচালনায় একই সূত্রে গাঁথা। চৈনিক ধর্মসংস্কৃতিতে তাও,

তাও তে চিং এবং ইয়াং ও ইন তিনটি প্রসিদ্ধতম দার্শনিক তত্ত্ব। তাও অর্থ পথ, যে সুপথের অনুসন্ধানে স্বর্গে পৌঁছা যায়।[২৬] তাও তে চিং হলো সুপথের চুক্তি ও গুণাবলী; এটি ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।[২৭] আর ইয়ং ও ইন হলো শুভ ও অশুভ আত্মার দ্বান্দ্বিকতত্ত্ব।[২৮] ভাল আত্মা সুপথের চুক্তি ও গুণাবলী অনুসরণ করে স্বর্গে পৌঁছে যায়। বিশৃঙ্খল চৈনিক সমাজে লাওৎ সে প্রবর্তিত এই দার্শনিক ত্রিতত্ত্ব সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সেন্ট পলও যীশুর ঈশ্বরত্ব গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য খ্রিষ্টধর্মে ত্রিত্ববাদকে একটি বিশ্বাস হিসেবে অনুপ্রবেশ ঘটাতে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যা নিয়ে চার্চ ফাদারগণের মতভেদের কারণে খ্রিষ্টসমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

প্রাথমিক যুগের খ্রিস্টান এবোনাইট (Ebionites) সম্প্রদায় সমসাময়িক সেন্ট পলের বিরোধী ছিলেন এবং পলের ভাষায় তাঁরা ধর্মত্যাগী ছিলেন। কেননা তাঁরা যীশুকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করতেন না এবং তাঁকে একজন মানুষ ও ভাববাদী বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁরা মেশীয় ব্যবস্থা (মূসার শরী'আত) পালন করা আবশ্যক মনে করতেন। পক্ষান্তরে সেন্ট পল সর্বপ্রথম মেশীয় ব্যবস্থা রহিত করে বলেন, শুধু বিশ্বাসেই মুক্তি। মেশীয় ব্যবস্থা আবশ্যক নয়। তাঁর দৃষ্টিতে এবোনাইটরা ধর্মদ্রোহী (মুলহিদ/Heritics)।[২৯]

গ্রীক ও রোম পৌত্তলিক দার্শনিকদের বিশ্বাস ছিল জগতে ফিরিশতা, শয়তান ও মাধ্যমিক ঈশ্বরের এক অন্তহীন ধারা বিদ্যমান। তাঁদের দৃষ্টিতে এটি খুব সহজে অনুমেয় যে, ঈশ্বরের অন্যতম অংশ কালেমা (Word/Logos) যার প্রাণ সত্তা ঈশ্বর থেকে ভিন্ন নয়, মানুষকে যাবতীয় অকল্যাণ, মন্দ ও মালিন্য থেকে পরিত্রাণের জন্য ভূপৃষ্ঠে পুনরায় আবির্ভূত হবেন; তাঁরা যীশুর ঈশ্বরত্বে এতটা আস্থাবান ছিলেন যে, তাঁরা তাঁকে মানুষ বলে স্বীকার করতেন না। যীশুর আত্মা ঈশ্বরত্বের খমিরে তৈরি হয়ে রক্ত-মাংসের পোষাকে আত্মপ্রকাশ করতে পারে এমন বিশ্বাস তাঁদের অন্তরে কখনই স্থান পেত না। ইনারাই 'ডোসেটস' নামে খ্যাত।[৩০]

পরবর্তীকালে অধ্যাত্মবাদী মারশিন (Gnostic Marcion) ও মানী (Manichean) মতাবলম্বীরাও এ মত গ্রহণ করেন। তাঁরা ইঞ্জিলে বর্ণিত মরিয়মের গর্ভে জন্ম লাভ থেকে ব্যাপটাইশের পূর্ববর্তী জীবন তথা জড়দেহ ও মানবত্ব অস্বীকার করে বলেন, যীশুর মধ্যে জড়ত্বের কোন সংমিশ্রণ ছিলনা বরং তিনি ছিলেন একটি নির্ভেজাল আত্মা। তাঁরা এমন ধারণাও পোষণ করতেন যে, ইহুদীদের ঈশ্বর যেহোভা ছিলেন একটি বিদ্রোহী আত্মা, তাই মেশীয় কানুন (মুসা আ.-এর শরী'আত) রোহিত করতে ঈশ্বরপুত্র মসীহ (যীশু)-এর আবির্ভাব।[৩১]

লোডেশীয়ার প্রধান বিশপ গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন বিশারদ Apollonarious-এর শিক্ষা হল, যীশুর ঈশ্বরত্ব মানব দেহের সঙ্গে মিশে ছিল এবং কালেমা (Word/Logos) মসীহ (যীশু) দেহে আত্মার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কাজেই যীশু খাঁটি ঈশ্বরপুত্র এবং এর মধ্যে মানবত্বের কোন সংমিশ্রণ নেই।[৩২]

সিরিন্থাস (Cerinthus) উভয় মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন যাতে মসীহর (যীশুর) মানবত্ব ও ঈশ্বরত্ব বহাল থাকে। (মিশরীয় মুলহিদ) Basilides, Valentine প্রমুখ এ মতের সমর্থক। তাঁদের মতে যীশু যোসেফ ও মেরীর বৈধ পুত্র একজন মানুষ মাত্র। জর্ডান নদীতে ব্যপতাইশকালে ঈশ্বরের প্রথম জ্যোতি ও পবিত্র আত্মা (কালেমা) পাখির অবয়বে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়। যীশুকে ইহুদী দূর্বৃত্তদের হাতে ন্যস্ত করা হলে তাঁকে ক্রুশ বিদ্ধের সময় তিনি দেহ ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক জগতে উঠে যান। পঞ্চদশ শতকে মসীহের (যীশু) মধ্যে ঈশ্বরত্ব ও মানবত্ব একই সঙ্গে সক্রিয় ছিল মতবাদটি ব্যাপকতা লাভ করে।[৩৩]

অধার্মিক (Heretics), অধ্যাত্মবাদী (Gnostics), ঈশ্বরবাদী (Montanists) এবং অন্যান্য দার্শনিক পাদ্রীদের মধ্যে যীশুর মানবত্ব ও ঈশ্বরত্ব নিয়ে বিতর্ক যখন তুঙ্গে তখন ত্রিত্ববাদ অনেকটাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।[৩৪]

এমতাবস্থায় আলেকজান্দ্রিয়ার গির্জার প্রধান বিশপ Alexandrius মসীহের (যীশু) ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের পূর্ণ মিলনের প্রচারণা চালান। সে সময় ঐ গির্জায় একজন অধীনস্ত কর্মকর্তা Arious (Irenaus, a learned presbyter) প্রচার শুরু করলেন যে, যদিও মসীহ (যীশু) ঈশ্বরপুত্র তথাপি এমন এক সময় ছিল যখন শুধু ঈশ্বরই (Father) ছিলেন, পুত্র (Son মসীহ) ছিলেন না।[৩৫] কেননা কার্যকারণ যেমন কার্যের পূর্বে হয় তেমনি পিতা পুত্রের পূর্ববর্তী হওয়া আবশ্যক। ফলে আলেকজান্দ্রিউস (Alexandrius) একশত জন আর্চ বিশপের এক কাউন্সিল ডেকে আরিউসকে বহিষ্কার করেন। আরিউস সেখান থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ফিলিস্তিনে চলে গেলে কেসারিয়ার আর্চ বিশপ ইউসিবিউস (Eusebius pamphilus) তাঁর সঙ্গে যোগ দিলে এ মতবাদ এতদ অঞ্চলে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠে।[৩৬]

সম্রাট গ্রেট কনস্টানটিন (Constantine) প্রথম ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে নিকিয়া (Nicaea) শহরে ধর্মযাজকবৃন্দের এক সভা আহবান করেন। এখানে আরিউসের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী আলেকজান্দ্রিউসের শিষ্য আসানাসিউস (Athanasius) উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিতর্ককারীগণ তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। প্রথম দল আরিউসী মতবাদের সমর্থক, দ্বিতীয় দল পূর্ণ ত্রিত্ববাদের প্রবক্তা আসানাসিউসের অনুসারী এবং তৃতীয় দল উভয় দলের মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করেন ইউসিবিউসের নেতৃত্বে। এ সভায় আসানাসিউসের ত্রিত্ববাদ গৃহীত হয়।[৩৭] প্রকৃতপক্ষে মসীহ রাসূল ছিলেন, না ঈশ্বরপুত্র ছিলেন, এ বিষয়ের উপর আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছিল। স্থির হয়েছিল মসীহ ঈশ্বর, তিনি ঈশ্বরপুত্র, তিনি পিতার সত্তার ন্যায় আদিম সত্তা। কিন্তু পবিত্র আত্মা (**روح القدس**) বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।[৩৮]

খ্রিস্টান জগতে প্রচলিত Nicene Creed 325 পরবর্তীতে ৩৮১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় সাধারণ সভায় সম্প্রসারিত রূপে প্রকাশিত হয় যা সাধারণতঃ Constantinopolion Creed নামে খ্যাত।[৩৯] কেননা মাকদুনিউস (**مقدونيوس**) সম্প্রদায় বলেন, পবিত্র আত্মা (**روح القدس**) ঈশ্বর নয় বরং তা সৃষ্ট।[৪০] পক্ষান্তরে তিমুসাউস (**تيموثاوس**) বলেন, আমাদের নিকট পবিত্র আত্মা ঈশ্বর আত্মা বৈ কিছু নয় এবং ঈশ্বর আত্মা চিরঞ্জীব। যদি আমরা বলি যে পবিত্র আত্মা সৃষ্ট, তাহলে বলতে হয় তাঁর জীবন সৃষ্ট; আমরা যদি বলি তাঁর জীবন সৃষ্ট, তাহলে ধরে নিতে হয় তিনি চিরঞ্জীব নন। যদি ধারণা করা হয় যে, তিনি চিরঞ্জীব নন তাহলে তাঁকে (ঈশ্বর) অস্বীকার করা হবে। আর যে এরকম বিশ্বাস পোষণ করবে সে অভিশপ্ত।[৪১]

ফলে এ সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা তিনটি একই সত্তা বা অস্তিত্ব; যদিও তিনটি ব্যক্তিত্ব, তিনটি দিক বৈশিষ্ট্যমান তথাপি তিনের মধ্যে এক; একের মধ্যে তিন; তিন ব্যক্তি মিলে একই অস্তিত্ব; একই ঈশ্বর, একই উপাদান, একই প্রকৃতি।[৪২] এই অংশটুকু নেকিয়া ৩২৫ খ্রি. সভার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সংযুক্ত করে প্রকাশ করা হয়।[৪৩]

কনস্টান্টিনোপলের আর্চ বিশপ নেসতোরিউস (Nestorious) এর মতে, কুমারী মরিয়ম ঈশ্বরকে জন্ম দেননি বরং তিনি মানুষকে জন্ম দিয়েছেন... যীশু ঈশ্বর নন এবং ঈশ্বর পুত্রও নন।[৪৪] পক্ষান্তরে আরিউসীরা যীশুকে ঈশ্বর পুত্র বললেও তাঁকে সৃষ্ট মনে করেন, অনাদী-অনন্ত স্বীকার করেন না।[৪৫] নেসতোরিউসগণ আরিউসীদের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হলে সাইরিল (Cyril)রোমের পোপকে তাঁর সপক্ষে নেন। সাইরিল ইস্কান্দারিয়ার পেট্রিয়াক ছিলেন। তাঁদের অনুরোধে এই নতুন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বাইযানটাইন সম্রাট দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস (Theodosious) এফেস (Ephesus) নামক স্থানে ৪৩১ খ্রিস্টাব্দে (তৃতীয়) এক সভা আহবান করেন।[৪৬] সভায় সিদ্ধান্ত হয়, কুমারী মরিয়ম মানুষ ও ঈশ্বরকে জন্ম দিয়েছিলেন এবং উভয় প্রকৃতি একই সত্তায় অভিন্ন ছিল।[৪৭] বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়। তবে নেসতোরিউসকে বহিষ্কার ও নির্বাসিত করা হয়।

সাইরিল (Cyril bishop of Alexandria) বিশ্বাস করেন যীশু খ্রিস্টের মধ্যে ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের ঐক্যের সংগঠন অব্যক্ত এককালীন সংঘটিত ঘটনা।[৪৮] তিনি একথাও স্বীকার করেন যে, যীশু মানব দেহ, যৌক্তিক প্রাণ ও আত্মা ধারণ করেছিলেন। কিন্তু এগুলো তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল না; তাঁর ব্যক্তিত্ব হল কালেমা (Logos)।[৪৯] এ সময় Eutychus (ইউটিকাস) একক প্রকৃতিবাদী (Monophysites) মত প্রকাশ করেন অর্থাৎ যীশুর (মসীহ) এর দুটি প্রকৃতি ছিল: মানবিক ও ঐশ্বরিক। তিনি যখন মানুষের আকৃতিতে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হন, তখন উভয় প্রকৃতি একটি অবিভাজ্য এককে রূপান্তরিত হয়।[৫০] কনস্টানটিনোপলের আর্চ বিশপ ফেলভিন ৪৪৮ খ্রিস্টাব্দে এক সভা ডেকে তাঁকে পদচ্যুত করেন। সরকারী ও উচ্চ পদস্থদের সমর্থন থাকায় ইউটিকাস সম্রাট থিওডিসিয়াস-এর মাধ্যমে এফেস নামক স্থানে ৪৪৯ খ্রিস্টাব্দে আর একটি (৪র্থ) কাউন্সিল অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন।[৫১] অধিবেশনে ইউটিকাসের একক প্রকৃতিবাদকে সঠিক বলে ঘোষণা করা হয়। এতে সমগ্র পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য গির্জায় গরিষ্ঠ জনগণ একক-প্রকৃতিবাদের বিরোধিতা করে। বিক্ষোভ যখন তুঙ্গে তখন পোপ লিউ (Pope Leo The Great) এর পরামর্শে নতুন সম্রাট চাল্‌সডন (Chalcedon) ৪৫১ খ্রিস্টাব্দে (৫ম) একটি কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় পোপ লিউ যে সিদ্ধান্ত দিবেন সেটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, গির্জার জন্য অপরিহার্য।[৫২] নিকিয়া ও কনস্টানটিনোপলের কাউন্সিল বৈঠকগুলোর গৃহীত বিশ্বাসসমূহ সমর্থন পূর্বক একটি সম্মিলিত ঘোষণা পত্র চূড়ান্ত করা হয়।

"আমরা ঘোষণা করছি যে, আমরা ঈশ্বর যীশুকে মান্য করছি, যিনি ঈশ্বরপুত্র ছিলেন এবং যিনি তাঁর ঈশ্বরত্ব ও মানবত্ব উভয় ক্ষেত্রে সমভাবে পূর্ণাঙ্গ ছিলেন, যিনি সঠিক অর্থেই ঈশ্বর এবং প্রকৃত অর্থেই মানুষ ছিলেন আর এক যথার্থ আত্মা ও দেহধারী ছিলেন; যিনি তাঁর পিতার সমধাতু ছিলেন এবং আপন মানবত্বের কারণে আমাদেরও সমধাতু। যিনি সর্বদিক থেকে আমাদের সমতুল্য ছিলেন এবং পাপের কলুষতা থেকে পবিত্র ছিলেন; যাঁকে তাঁর পিতা আদিতে সৃষ্টি করেছিলেন এবং পরবর্তীতে আমাদের ত্রাণ কল্পে ঈশ্বর মাতা কুমারী মরিয়মের উদরে জন্মলাভ করেছিলেন। একই যীশু যার দুটি অবিভাজ্য প্রকৃতি ছিল এবং সেই প্রকৃতিদ্বয়ের সম্মিলন তাদের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যে কোন তারতম্য সৃষ্টি করেনি। বরং প্রত্যেক প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য আপন আপন স্থানে স্বতন্ত্র এক এক ব্যক্তিত্বে বিদ্যমান ছিল, আর যাকে দুটি ব্যক্তিত্বে বিভক্ত করা যায় না; বরং একই পুত্র, একই জাত ও ঈশ্বরবাক্য (Word/Logos/কালেমা) ছিলেন।"[৫৩]

নেসতোরিউসকে ধর্মত্যাগী ঘোষণা করার কারণ হ'ল, তিনি যীশুর (মসীহ) মধ্যে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির প্রবক্তা ছিলেন। পক্ষান্তরে ইউটিকাসকে বহিষ্কার করার মূলে ছিল, তিনি যীশুর (মসীহ) মধ্যে এক প্রকৃতিবাদের ধারক ছিলেন। চালস-ডন বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক, যীশুর (মসীহ) একক ব্যক্তিত্বের মধ্যে দুটি প্রকৃতি সমন্বিত ছিল।

যীশুর (মসীহ) দুটি প্রকৃতি হলে তাঁর অভিপ্রায় দ্বিবিধ ছিল কি না অথবা তাঁর একক ব্যক্তিত্বের ন্যায় অভিপ্রায় একটি ছিল (?) সম্রাট হিরাক্লিল পারস্য বিজয়ের পর এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। সম্রাট একটি নির্দেশনার মাধ্যমে "একক অভিপ্রায়" ঘোষণা করেন। ফলে আবার বিতর্কের ঝড় উঠে। রাজা কনস্টানটিন রাজধানীতে ষষ্ঠ কাউন্সিল ডেকে পূর্ববর্তী পাঁচটি সভার সিদ্ধান্তসমূহ বহাল রেখে ঘোষণা করেন যে, যীশুর (মসীহ) মধ্যে দুটি ইচ্ছা ও শক্তি সক্রিয় ছিল। তবে উভয়ই ছিল একক ব্যক্তিত্বের মধ্যে সম্পর্কশীল, সংঘর্ষশীল নয়। যীশুর মানবিক অভিপ্রায় উচ্চতর অভিপ্রায়ের আওতাধীন ছিল। যেভাবে তাঁর দেহ ঈশ্বরত্ব সত্ত্বেও রক্ত মাংসের তৈরি, ঠিক একইভাবে তাঁর রক্ত-মাংসের দেহে সক্রিয় ইচ্ছা শক্তিও এক ঐশ্বরিক শক্তি ছিল। যেভাবে ঈশ্বরত্ব তাঁর মানবীয় দেহ-কাঠামোতে কোন পরিবর্তন সাধন করেননি, সেভাবে তাঁর মানবিক অভিপ্রায়ও ঈশ্বরত্ব সত্ত্বেও স্বস্থানে বিদ্যমান ছিল।[৫৪]

মোটকথা ত্রিত্ববাদ খ্রিস্টান ধর্মের মৌলিক ও প্রধানতম ধর্ম বিশ্বাস। যারা ত্রিত্ববাদ অস্বীকার করে নেকিয়া কাউন্সিলসহ পরবর্তী সভাগুলোতে তাদেরকে অধার্মিক (Heretis) বলা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত অর্থডক্স, ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টসহ সকল গির্জায় ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ত্রিত্ববাদের সঙ্গে তার সমন্বয় সাধন প্রচেষ্টা শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী অব্যাহত রয়েছে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে আরও নতুন নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে যেগুলোর সমাধানে আরও অনেক সভা হয়েছে; এর ব্যাখ্যা নিয়ে এক চার্চের সঙ্গে অন্য চার্চের বিরোধও রয়েছে।

উপসংহার

যীশু মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক ধারায় রক্তে-মাংসে গড়া একজন মানুষ রূপেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। ব্যাপটাইশ গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি একজন মানুষ রূপেই পরিচিতি পেয়েছিলেন, এমন কি উর্ধ্বলোকে আরোহনের পূর্ব পর্যন্ত খ্রিস্টান জগতে একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। সেন্ট পল প্রথমে তাকে ঈশ্বর পুত্র এবং পরবর্তীতে তাঁর মধ্যে ঈশ্বরত্ব আরোপ করে ত্রিত্ববাদ প্রচলন করেন। খ্রিস্টান জগতে তার মানবত্ব, ঈশ্বর পুত্রতা ও ঈশ্বরত্ব নিয়ে বিতর্কের অবসান প্রচেষ্টা অব্যাহত থকলেও আজও সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য কোন সমাধানে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ "Who originally bore the Hebrew name Saul; Paulus was a Roman surname meaning `Little' which he may have adopted because of his small stature. Our knowledge of him came from his own letters and from the book of Acts by his companion Luke". cf. *Encylopedia Americana*, vol.12 (Danbury: International, Inc. 1980), p. 414.

২ John B. Noss, *Man's religions* (New York: The Macmillan Company, revised edition, 1956), p. 588.

৩ *Ibid*, p. 588.

৪ "Paul never met Jesus and appears not to have been in Jerusalem during Jesus lifetime. He was converted during a trance while on the road Damascus". cf. Archie J. Baham, *The World's living Religions (*New Delhi: Gulab Vagirani, 1977), pp. 264-265.

৫ Acts Chapter:11-23; `Became of his importance, Paul is sometimes referred to as an `apostle', though he was not one of the 12 apostles of Jesus Christ' Cf. *The world Book Encyclopedia,* v.15, p. 200.

৬ ড. মো. আব্দুল হান্নান, "আল-ইঞ্জিল: একটি ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ" *ইসলামিক স্টাডিজ গবেষণা পত্রিকা*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ২০০৭-২০০৮, পৃ. ১২৮; শেখ মুহাম্মদ আব্দুল হাই, *সত্যের সন্ধানে*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেসন্স, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৯৪-৯৫।

৭ ড. মো. আব্দুল হান্নান, পৃ. ১২৮; *সত্যের সন্ধানে*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫।

৮ *Acts Chapter*: 13-14.

৯ *Ibid*: 15-18.

১০ *Ibid*: 19-28.

১১ প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *ধর্মদর্শন* (কলিকাতা: ব্যানার্জি পাবলিশার্স, ১৯৮৯ খ্রি.), ৪৯০।

১২ বতরুস আল-বুস্তানী, *দা'ইরাতুল মা'আরিফ*, খ.৬ (বৈরুত: ১৯৫০ খ্রি.), পৃ. ৩০৬। "The greatest of the early converts was Saul of Tursus. Renamed Paul and given the high authority of an Apostle, he keeps repeating in his writings the ideas that Crist is God, that the Church is Crist, that all men everywhere are called to communion with Crist and God through the Church". cf.Edward J.Jurji, *The Great Religions of the Modern World* (New Jersey: Princeton University Press, 1946), p. 311.
যীশু স্বর্গে আরোহণের পূর্ব মূহুর্তে বলেছিলেন, "All power in heaven and on the earth has been given to me. Go therefor and make disciples of all nations, baptizing them in the name of The Father and of The Son, and of The Holy Spirit, teaching them to observe all that I have Commanded you; and behold, I am with you all days, even to the consummation of the world." (Matt. 28:18-20); Ibid, p. 309.

[১৩] *Encyclopaedia of Britanica*, V.22, p. 479, cf. 'Trinity'

[১৪] *Ibid.*

[১৫] *Ibid,* p. 471.

[১৬] আল-মাকরিযী, *আল-খিতাত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৮।

[১৭] *সত্যের সন্ধানে*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫।

[১৮] মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবী, মুহাম্মদ মূসা অনূদিত, *কাসাসুল কুরআন*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা.বি.), পৃ. ২০০।

[১৯] ড. মুহাম্মদ আহমদ আল-হাজ্জ, *আন-নাছরানিয়্যাহ মিনাত তাওহীদ ইলাত তাসলীস (*দামাস্ক: দারুল কালাম, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১২০; ড. মুহাম্মদ ফাতহী 'উসমান, "আত-তাসলীস ওয়ান নাসরানিয়াহ", *হাযিহি সাবীলী*, ১ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ ১৩৯৮ হি. (আল-রিয়াদ: আল-মা'হাদ আল-'আলী লিদদাওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ), পৃ. ৩৩৫।

[২০] 'Serafis' শব্দ থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীতে সর্বপ্রথম পাদ্রী থিয়োফীলুস গ্রীক ভাষায় 'ছরয়াস' (**ثريास**) শব্দ ব্যবহার করেন। এরপর পাদ্রী তারতুলিয়ন প্রায় সমার্থক শব্দ 'তারনতিয়াস' (**ترنتياس**) শব্দ প্রয়োগ করেন। যার আরবী প্রতিশব্দ তাসলীস (**تثليث**) বা সালূস (ত্রিত্ব)। দ্র. *সিওহারবী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০০।

[২১] মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, *তাফসীরে তরজমাতুল কুরআন*, ২য় খণ্ড (লাহোর: ইসলামী একাডেমী, তা.বি.), পৃ. ৪০৩।

[২২] Henry S. Lucas, *A Short History of Civilization* (New York: London: MeGraw-Hill Book Company, INC, 1953), p. 183; মুহাম্মাদ আল-উরায়বী, *মাওসূআতুল আদইয়ান: আস-সামাবিয়্যাহ ওয়াল ওদাইয়্যাহ* (বৈরূত: দারুল ফিকর আল-লুবনানী, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৪৯; *বিশ্বের ধর্মপরিচিতি*, পৃ. ৩৬১।

[২৩] Kedarnath Tewari, *Comparative Religion* (Delhi: Ghosh Publications, 1972), p. 183; Ganga Somany, *World Religions*, p. 29; ড. আজিজুন নাহার ইসলাম, *তুলনামূলক ধর্ম এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৭৬-৭৭।

[২৪] *মাওসূআতুল আদইয়ান: আস-সামাবিয়্যাহ ওয়াল ওদাইয়্যাহ*, পৃ. ১৪৯।

[২৫] *A Short History of Civilization,* p. 58; ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন, *সভ্যতার ইতিহাস*, পৃ. ১১১-১১২; J.E. SWAIN, *A History of World Civilization* (New Delhi: Eurasia Publishing House (PVT.) Ltd. 1997), p. 62.

[২৬] *Mai's Religion,* p. 298.

[২৭] "Tao Te Ching or Treaties of the Tao and Its Virtue or Pawer" Cf. *Man's Religion*, p. 313; লওৎ সের মৃত্যুর ২০০ বছর পরে তাঁর দর্শন 'তাও তে চিং' বা 'তাও তে কিং' নামে পবিত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশিত। দ্র: *বিশ্বের ধর্মপরিচিতি*, পৃ. ২৯০।

[২৮] Stepham Feuchtwang, *Religions in the Modern world* (New York: Ronthledge), p. 150; *Man's Religion*, p. 298; *বিশ্বের ধর্মপরিচিতি*, পৃ. ২৯৩।

[২৯] আল্লামা রাহমাতুল্লাহ ইবন খলীলুর রহমান কীরানবী, *ইযহারুল হক*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৪০৮।

[৩০] ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী, *ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম (*ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১৩০।

[৩১] *তদেব।*

[৩২] "... In Christ a human body with its animating principle ('animal soul' was the actual phrase) was in dwelt by the logos, as the reasoning principle; the union, on the analogy of the unity of a human personality, being so complete that the body of christ was the body of God"; Cf. *Man's Religions,* p.607.

[৩৩] *ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম*, পৃ. ১৩১। "... the definite statements of Tertullian, made over a century; was the generally accepted formula; 'we see (in Crist) a twofold state, not confounded but conjoined in one person Jesus, God and Man". Cf. *Man's Religions*, p. 607.

[৩৪] "Of course, almost from the begining there were heretics. The Gnostics like Saturninus, Basilides, Carpocrates and Valentinus wanted the 'transcendentalism' without the 'sacrements'. Montanists like Priscilla, Maximilla and later, Tertullin put more trust in personal piety and 'prophetic insight' than in the public 'authority which is to be obyed.' Others like Sabellius, Cleomenes and later, Arius doubted the dogma of the Trinity". cf. *The Great Religions of the Modern World,* P.325.

[৩৫] *Man's Religions*, p. 605.

[৩৬] *ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম*, পৃ. ১৩২।

[৩৭] *The Great Religions of the Modern World,* P.325; "we belive in one God, Father Almighty, maker of all things, visible and invisible. And one Lord Jesus Crist, the Son of God, begotten of the Father, as His only Son, that is, from the substance of Father, God from God, light from light, true God from true God begotten, not made of the same substance (homo-ousios) with the Father, through whom all things in heaven and earth were made: who for us men and our salvation come down and was made flesh, became man, suffered, and rose on the third day, asended to heaven, and is coming to judge the living and the dead And (we belive) in the Holy Sprit". Cf. *Man's Religions*, p.605.

[৩৮] মুহাম্মদ আবূ যাহরা, *মুহাদারাতু ফীন নাসারানিয়্যাহ* (কায়রো: দারুল ফিকর, আল-'আরাবী, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১২৪।

[৩৯] *Man's Religions*, p. 606.

[৪০] *মুহাদারাতু ফীন নাসারানিয়্যাহ*, পৃ. ১২৩।

[৪১] *তদেব*, পৃ. ১২৪।

[৪২] *তদেব*, পৃ. ১২৫।

[৪৩] *Man's Religion*, p. 606.

[৪৪] *মুহাদারাতু ফীন নাসারানিয়্যাহ*, পৃ. ১৪৬।

[৪৫] *তদেব*, পৃ. ১৩৯।

[৪৬] *The Great Religion of the World,* p. 328.

[৪৭] *মুহাদারাতুন ফীন নাসারানিয়্যাহ*, পৃ. ১৪৬।

[৪৮] "Cyril kept insisting on the idea that when the 'word became flesh' one 'Godhood and manhood constituted one lord Jesus Crist by an eneffable concurrence into unity' that the 'body that tested death was God's very won'; that the Mother who bore Jesus Crist was literally the Mother of God (theotoros)". Cf. *The Great Religions of the World,* p. 327.

[৪৯] "... He admited that Christ's humanity possessed body, rational soul and spirit, but it was without personality; the Logos was its personality". cf. *Man's Religions*, p. 607.

[৫০] *ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম*, পৃ. ১৪৩।

[৫১] *তদেব*, পৃ. ১৪০।

[৫২] *The Great Religions of the Modern World,* p. 328.

[৫৩] আরও বিস্তারিতের জন্য দ্রষ্টব্য *Man's Religion*, p. 608.

[৫৪] *ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম*, পৃ. ১৪৩।